অবিস্মরণীয় হেমেন্দ্রনাথ

গৌতম সেনগুপ্ত

সংবাদপত্রের নিবিষ্ট পাঠকদেরভালভাবেই স্মরণে আছে যে কিছুদিন আগে সংবাদের শিরোনামে একখ্যাতকীর্তি বাঙালী চিত্রকরের নাম উঠে এসেছিল। তাঁর ছবি নিয়ে কিছু ন্যায়নীতি বর্জিত কাজও হয়েছিল । সেই শিল্পী হলেন হেমেন্দ্রনাথমজুমদার। যে সব বাঙালী চিত্রকরবাস্তবতাকে ছবিতে সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়ে দর্শকদের বিস্মিতবিহ্বলকরে তুলতেন, যাঁদের অঙ্কনদক্ষতা ও শৈলী পাশ্চাত্যের 'গ্রেটমাষ্টার'দের সঙ্গে তুলনীয় — তাঁদের একজন ছিলেন হেমেন্দ্রন াথমজুমদার ।

একদা জীবৎকালে তিনি ছিলেন এক বহুআলোচিত ও বহু সমালোচিত নাম। তাঁরবিপুল জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁর অনবদ্য ড্রাফটস্ম্যানশিপ, আর তারইসঙ্গে অবধারিত ভাবে মিলিত হয়েছিল নারীর দেহ অঙ্কনের রূপ মাধুরী ও যৌন কল্পনার অকল্পনীয় গাঢ় আবেদন। যে আবেদন ইউরোপীয় শিল্পী আঁগ্রে, দেলাক্রেয়া, রেঁনোয়া,গুস্তাভ কোর্বে বা আরো অনেকের ছবির কথা রসিক চিত্র পিপাসুদেরমনে করিয়ে দেয়। এই দুই কারণতাঁকে কখনো দুর্বোধ্য করেনি— তিনি ছিলেন সহজবোধ্য চিত্রকর।প্রতিকৃতি অঙ্কনেও তিনি ছিলেন অসামান্য। তাঁর আঁকা কবিগু রবীন্দ্রনাথের ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাউপলব্ধি করবেন দক্ষতা কোনস্তরে উত্তীর্ণ হলে একজন অমন ছবি আঁকতে পারেন। প্রত্যক্ষ যখন তিনি রবীন্দ্রনাথকেশান্তিনিকেতনে দেখেছিলেন, তখন তিনি কোন প্রতিকৃতি করেন নি। তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, রূপ ওকীর্তি তঁ ার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কবির মৃত্যু হয় ১৯৪১ এ। কবির মৃত্যু হেমেন্দ্রনাথকে খুব বিচলিত করে। সেই ম ানসিক আলোড়ন থেকে তিনি আঁকেনকবি প্রতিকৃতি। তা এতোজীবন্ত যেন কবি তাঁর বিষন্ন মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে অ াছেনদর্শকের দিকে। তেল রং এর ছবিটি তিনি না খেয়ে না ঘুমিয়ে একটানা তিন দিনধরে এঁকেছিলেন। স্বস্তির নিশ্বাসফেললেন ছবি শেষ করে। যেন কত ঋণছিল কবির কাছে।তা বুঝি শেষ হল— কবি প্রণামেই। রবীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনার পথের পথিকতিনি কোনদিনই ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথঠাকুর প্রবর্তিত শিল্প ধারারও তিনি সক্রিয় সমালোচক ছিলেন শিল্পী বন্ধু অতুল বসুরমতই। তবু তাঁর অন্তরেরবীন্দ্রনাথ কতখানি যে আসন পেতেছিলেন ওই বাস্তববাদী মর্মস্পর্শী ছবিটিইতার প্রমাণ। নব্য ভারতীয়চিত্ররীতির বিদ্ধে, বিশেষতঃ কলকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়েরঅধ্যক্ষ ই. বি. হ্য াভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌথ প্রচেষ্টায়যিনি খুবই প্রতিবাদ করতেন তিনি শিল্পী রনদা প্রসাদ গুপ্ত। শুধু প্রতিবাদই নয়, পাশ্চাত্যপ্রথায় চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেনজুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি। এই জুবিলিআর্ট অ্যাকাডেমিতেই বাস্তবরীতি অনুসারে চিত্রশিক্ষা নেন অতুল বসু,হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ। পরবর্তীকালে বিডন স্ট্রীটেরবাড়িতে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট নামে একটি চাকলাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তাঁর সহযোগী ছিলেন চিত্রশিল্পীভবানীচরণ লাহা, অতুল বসু ,যামিনী রায়, প্রাদ কর্মকার, যোগেশচন্দ্র শীলপ্রমুখ । এই শিল্পী সংস্থাভ ারতীয় চিত্রকলার ধারায় বাস্তববাদী চিত্রভাবনাকে প্রতিষ্ঠাকরে ছিল। শিল্পকলা বিষয়কপত্রপত্রিকা ও ছবির প্রকাশনাও তঁ ারা করতেন। শিল্প রসিকদের সংগ্রহে তা আজ অমূল্য বলে বিবেচিত হয়। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে রঙীন ছবিতে ভরা হেমেন্দ্রন াথের প্রকাশিত'ইন্ডিয়ান মাস্টারস্' নামক চিত্রসং গ্রহের অ্যালবামের কোনতুলনা আজও তৈরী হয়নি। সেইযুগে বেঙ্গল স্কুলের ধারার বিপরীতেবাস্তববাদী ধারায় আরো অনেক সুদক্ষ শিল্পী এসেছিলেন। যাঁদের মধ্যে খুবই উজ্জ্বল ছিলেন শশী হেস আরআর্যকুমার চৌধুরী।

তেল রং-এ হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেনএক জাদুকর বিশেষ। রঙ'এরব্যবহারে তাঁর ছিল সহজাত দক্ষতা— য

া ছবিকে দিত মাত্রাবোধ ও সৌন্দর্য। তিনি নিজেই লিখেছিলেন—"উঁচুদরের শিল্পী ব্যতীত চিত্রে বর্ণঝঙ্কার সৃষ্টিকরা অসম্ভব। এই শ্রেণীর শিল্পীকেবলে বর্ণের জাদুকর। রঙের ওপর যাঁর দখল নাই রঙের নেশা যিনি চিত্রেজন্মাইতে পারেন না তৈলচিত্র অঙ্কন তাঁর শুধু বিড়ম্বনা । চিত্রে যখন বর্ণসম্পাত যথার্থভাবে ঘটে তখন তাদর্শককে বুঝাইয়া দিতে হয় না। সেইচিত্রই দর্শকের মনটিকে চুম্বকের মতো টানিয়া আনে। আমাদের দেশে চিত্রে এই চুম্বকের আকর্ষণশতকরা ৯৯টি চিত্রেই নাই। কারণখুঁজিলে এক কথায় বলা যায় — শিল্পীর রঙ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান নাই।"

ভারতীয় শিল্পের জাগরণেঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা যত বড়ই হোক না কেন হেমেন্দ্রনাথ সেইপ্রভাব থেকে স ম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন অবনীন্দ্র অনুসারীরা চিত্রকর হিসেবে অক্ষম,তাঁরা তৈলচিত্র নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ, সেই উচচাঙ্গের শিক্ষাইতাঁদের নেই। তাঁরা অতীত নিয়েআনন্দে মাতামাতি করেন — বর্তমানকে স্বীকার করেন না। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান সম্মতপ্রণালীতে আঁকতে গেলে বাস্তবতাকে স্বীকার করতেই হবে। সেখানে অ্যানাটমি জ্ঞান অতি আবশ্যক। আবশ্যক পারস্‌পেকটিভের সঠিক জ্ঞান ও আলোছায়ার খেলাকেআয়ত্ব করা। এক জায়গায় হেমেন্দ্র নাথলিখছেন — "প্রণালীবা ধারা বৈদেশিকদের নিলেই তোমার চিত্রটি বৈদেশিক হয়ে যাবে না। এটা অতি বোকার মত। প্রণালী ধারা জগতের সব জাতিই পরস্পরবিনিময় করে। তুমি যদি একটিউৎকৃষ্ট কলম বিদেশ থেকে আন আরতা দিয়ে তোমার গীতার ভাষ্য লেখ তবে গীতাখানি কি বাইবেল হয়ে যাবে?" তথাকথিত ওরিয়েন্টালআর্টকে তিনি একদম পাত্তা দিতেন না। বেঙ্গল স্কুলের অনেক শিল্পীকে তি নি কণা করতেন। কড়া সমালোচকের মত প্রবল ঠাট্টাওকরতেন। তিনি দেখতেন বেঙ্গল স্কুলের অনেকের ছবিতেই "শিশু যুবকবৃদ্ধ স্ত্রী পুষের প্রভেদ অতিকষ্টে ধরা পড়ে, কারণ বয়স- বিশেষে বিভিন্ন দেহের গঠন অঙ্কনেইঁহারা প্রকৃতির কোন ধার ধারেন না। এই শ্রেণীর শিল্পীরা চিত্রে ভাবের অতিশয় আধিক্য সৃষ্টিকরেন। প্রকৃতির সঙ্গেও কোনসংস্রব নাই— তবে এগুলি কি? শিশু যুবক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ইহারাদেহ গঠনের ও বয়সের পার্থক্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইঁহাদের চিত্রে সেসব বালাই নেই । বালক ধ্রুব আঁকিতে হাত খানা হয়তো ন ারদমুনির সদৃশ হয়ে গেল— তাতে আপত্তি নাই, ভাব থাকিলেইহয় । বনমালী অঙ্কন মনস্থকরিয়া শেষে রক্ষাকালী হইয় া দাঁড়াইলেন— তাতেও কোন আপত্তিনাই, বরং একটু অলৌকিক হল। ভাবেরঅনিষ্ট না হলেই হল। সর্বশেষে এই'ভ াব'টা চিত্রে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলেই ত্রোধ ও অবজ্ঞার সঙ্গে বলাহবে, " ভিতরে ভিতরে'।..... এখন প্র,কার ভিতরে ? চিত্রের না চিত্রের শিল্পীর ?

এই জাতীয় চিত্রকলাকে হেমেন্দ্রনাথেরমনে হত তাললয়হীন সংগীতের মত। এদের পর্যায় নেই, আদশ' নেই,বিচ ারের মাপকাঠি নেই। অথচ সেই স্বদেশীকতার হাওয়ায় ওরিয়েন্টাল আর্ট বেশ বড় জায়গা নিয়েছিল। হেমেন্দ্রনাথ ত াকে স্বীকার করেন নি। চলতি গ্রাহ্য প্রথাকে মুখেরওপর যিনি "না" করে দেন তিনিই 'রিবেল' । বিদ্রোহী। হেমেন্দ্রনাথও সে যুগের বাঙালী জীবনের মধ্যে এক বিদ্রোহী ছিলেন। বাঙালীজীবনের পুতুপুতু ন্যাকামীকে তিনি একদমই প্রশ্রয় দেন নি। তিনি ছিলেন যথেষ্ট দেহবাদী, প্রকৃতঅর্থে যৌবনের শিল্পী। যতই সেকালেসমালোচনা হোক অনাবৃত ও আবৃত রমনীর দেহসৌন্দর্যের যে সব নিদর্শন তিনিতাঁর সৃষ্ট ছবিতে রেখে গেছেন তা অঙ্কনের মুন্সিয়ানার তো বটেইনির্ভেজাল শিল্প ভাবন ারও অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতীয় চিত্রকলায়এই রকম উন্নত মানের ও টেকনিকের নিদর্শন খুবই বিরল। কোন একমাসিক পত্রে হেমেন্দ্রনাথের আঁকা সিত্তবসনার প্রতিলিপি প্রকাশ পেয়েছে। এক প্রাচীনা বাঙালভাষায় বলছেন— "উয়ারে ব্ল াউজ পরা"। প্রাচীনারহাতে একটি কালির কলম। উদ্দেশ্য সেন্সার করা। হেমেন্দ্রনাথের প্রবল বাস্তবের ধাক্কাএভাবেই পড়েছিল সেকালে। অত্যন্তজীবন্ত ও ইন্দ্রিয়ময় মনে হত সে সব ছবি বাঙালী রক্ষণশীল জীবনে। অথচ এইসিত্তবসনা রমণীদের ছবিই তাঁকে এক "মিথে" পরিণত করে দিয়েছে বলা যায়। বিস থেকে চল্লিশের দশক — বাংলা মাসিকপত্রিক াগুলির অঙ্গসজ্জা বাড়াত এই সিত্তবসনারাই। সিত্তবসনা ছিল বাঙালী রমণী। কলসীতে জল ভরে অথবা স্নান সেরে ত ারা বাঁধানো পুকুর ঘাটথেকে উঠে আসছে। সামনে বা পেছন বাপাশ থেকে আঁকা হয়েছে তাদের । ভিজে কাপড় তাদের গায়ে লেপ্টে আছে। ভেজা কাপড়, দেহের রং এসবের যেসুক্ষ্ম তারতম্যের 'শেড' হেমেন্দ্র করতেন তার জুড়ি মেলা ভ ার । এই অঙ্কনের কৌশল আয়ত্ব করতে যে কত দক্ষতা ওপরিশ্রম প্রয়োজন তা শিল্পরসিক মাত্রই বুঝবেন। আর এই সব ছবিতে রয়েছে এক বিচিত্র উদ্ভাবন শক্তি। সিত্ত বসনা এঁকে তিনি অপর্যাপ্ত খ্যাতি ও বিপুলঅর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। হেমেন্দ্রনাথেরবন্ধু ও তাঁর দিদি হৈমলতার দেবর প্রেমেশচন্দ্র সোম আমাদের জানিয়ে দেন যেবঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট কৃষ্ণকান্তের

উইলের সুন্দরী বিধবা রোহিনী চরিত্রই হেমেন্দ্রনাথের সিত্তবসনাগুলি আঁকার প্রেরণা ছিল। বঙ্কিম যেমন বর্ণনা করেন রোহিনীর ঃ ...''রোহিনীর কলসী, ভারী, চালচলনও ভারি। তবে রোহিনী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছুরকম নাই। অধরে পানের রাগ , হাতেবালা, ফিতা পেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চাবিনির্মিতাকালভুজঙ্গিনীতল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে, চলনের দোলনে,ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে।.... হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত,ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিনী সুন্দরী সরোবর পথ আলো করিয়া জললইতে আসিতেছিল '।

কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র আর একপরিচ্ছেদে রোহিনীর বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ ''অন্তঃ শূণ্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে রোহিনী ঘাটেউঠিয়া আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সুচারূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া ধীরে ধীরে ঘরেযাইতে লাগিল।'' হেমেন্দ্রনাথ যখনছবির ব্যাকড্রপ এঁকেছেন সেখানেও অবচেতনে খেলে গেছে বঙ্কিমেরপ্রকৃতি বর্ণনা। সরোবরটিরআশেপাশে নানান ফুলের সমারোহ, আকাশ নীল, নানান ঘাস, গাছ, বাড়ি জলেরদর্পণে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

দেশপ্রেমের ঝোঁকে বেঙ্গলস্কুলের প্রাণহীন প্রতিমা না এঁকে তিনি জীবন্ত রক্তমাংসের প্রতিমা হাজির করেছিলেনআমাদের জন্যে। তারা এতো জীবন্ত যেন তাদের ত্বক হাত দিয়ে স্পর্শ করাযায় ।

পাশ্চাত্যের অনুসরণে হেমেন্দ্রনাথমজুমদার 'মডেল' ব্যবহার করতেন । হেমেন্দ্রনাথের মডেল হতেন তাঁর স্ত্রী সুধা রাণী দেবী অবশ্য মুখটি শিল্পী অন্য আঁকতেন ।এছাড়া সেকালের চলচিত্রাভিনেত্রী দেববালাদেবীও তাঁর বহু ছবিতে মডেল হয়েছেন। একথা জানিয়েছেন কমল সরকার। কোন একটি বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ার দেববালা পরে হেমেন্দ্রনাথেরমডেল আর হতেন না ।

হেমেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৪সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর অধুনা বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ মহকুমার গচিহাটা গ্রামে। নটি ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সপ্তম।মা'র ছিল শিল্পরূচি । চমৎকার আলপনা আঁকতেন । মা'র গুণ পেলেন হেমেন্দ্রনাথ। এনট্রেন্স পরীক্ষা দিতে নারাজ হলেন । পরিবারের সকলেই প্রায় রেগে খাপ্পা।তাঁরা বলতে লাগলেন উকিল, পেশকার, ডাক্তার কিছু একটা হও ।ছবি আঁকাশিখে হবেটা কি? কিন্তু হেমেন্দ্রনাথএকগুঁয়ে হয়ে রইলেন। ১৬ বছরের ছেলেগ্রামের স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে এসে হাজির হলেন কলকাতায় । গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। তাঁর মন তখন বলছে চিত্রবিদ্যা না শিখলে জীবনে বাঁচা মরা সমান। দেখলেন সতীর্থরাসবাই সুযোগ্য নয়, মনোযোগীও নয়, অনেকে ফাঁকি দেয় শিক্ষাতে। তিনি খুব মন দিয়ে শিখছিলেন । কিন্তু ৫ম জর্জের কলকাতা আগমন উপলক্ষেছাত্রদের দিয়ে কিছু ডেকরেশান করাতে চেয়েছিলেন আর্ট স্কুলেরকর্তৃপক্ষ। আত্মমর্যাদা বরাবরইতাঁর প্রবল ছিল বলে আর্ট স্কুল ছাড়লেন। এর জন্য বাবা-দাদা ভর্ৎসনা করে চিঠি দিলেন। তণ হেমেন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীরবদান্যতায় গড়ে ওঠা সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী রনদাপ্রসাদ গুপ্তর পরিচালিত জুবিলি আর্ট স্কুলে। যেখানেসতীর্থ ছিলেন বসন্ত গাঙ্গুলী ওপ্রহ্লাদ কর্মকার। খুবমনদিয়েঅ্যানাটমির চর্চা করতেন। দেখতেন রেঁনেশাসের মহান শিল্পীদের কাজ,ফরাসী , ডাচ্ ও ফ্লেমিশ শিল্পীদের কাজ। যত্ন ও নিষ্ঠায় করায়ত্বকরলেন টেকনিক । ১৯২০-২২, তিনিবিখ্যাত হয়ে গেলেন চিত্রশিল্পী হিসেবে। কলকাতা শুধু নয়, মুম্বাই, মাদ্রাজ, সিমলা, দিল্লী নানা জায়গা থেকেপেতে লাগলেন প্রচুর কাজ, সম্মান ও অর্থ। ২৯ বছরেই তিনি প্রবল এক ব্যক্তিত্ব । যাঁর ছবি স্তম্ভিত করে দর্শককে। বিভিন্ন ছোট রাজ্যের মহারাজরা তাঁকেঅসম্ভব খাতির করতেন । তাঁদেরসংগ্রহশালায় জমা হতো একটির পর একটি হেমেন মজুমদার। রাজশিল্পী হিসেবে তিনি কাজ করতেন। ঘুরেও ছেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায়ছবির কাজ করতে করতে।

বছর ৪৪ নাগাদ কলকাতায় কেশব সেনস্ট্রীটের ছোট স্টুডিও থেকে উঠে গিয়ে বিডনস্ট্রীটের বড়সড় স্টুডিও খুললেন। এই সময়ে তাঁর ছবির চারটি অ্যালবাম বেরোয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শু হতে হেমেন্দ্রনাথচলে গেলেন জন্মস্থান গচিহাটায়। সেখানে তিনি একের পর এক এঁকে গেছেন বাংলার পল্লীগ্রামের চিত্র। প্রকৃতির চিত্রও যদি তিনি শুধু এঁকে যেতেন তাহলে তাদিয়েই তিনি বিখ্যাত হয়ে থাকতেন। এই সময়ে তিনি বছর পাঁচেক গ্রামে ছিলেন। ছবি আঁকা ছাড়াও লিখেছেন নানান চিত্রকলাবিষয়ক লেখা। এমন কি কবিতাওলিখেছিলেন।

নানান পত্রিকায় তাঁর আঁকা ছবিপ্রকাশ পেতো। বহু জ্ঞানীগুণী জন তাঁর নিকট বন্ধু ছিল। আরছিল নিন্দুকের দলও। যাঁরা হেমেন্দ্রনাথবলতে বুঝতেন 'সিত্তবসনা'। হয়তো তাঁর শিল্প দক্ষতাই অনেকের মনে ঈর্ষা জাগ্রতকরতো। তঁ

ার অর্থ সচ্ছলতাও অনেকেরঈর্ষার কারণ ছিল । এও সত্যি সেই সব অসূয়াপূর্ণ শিল্পীরা দশজন্ম ঘুরে এলেও হেমেনব াবুর মতন সৃষ্টি দক্ষতা পেতেন না । তাঁরা হেমেন্দ্রনাথের মতন সরস্বতীর বরপুত্র কোনদিনই ছিলেন না ।

'নগ্নতা','শিল্পেলীলতা' এই সব প্র নিয়ে তিনি ভেবেছেন।লিখেও ছেন। একটু উদ্ধৃতি দেওয়াযাক— "চিত্রেলীলতা ব া অশ্লীলতার অস্তিত্বের বিচারদর্শকের হৃদয়ের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। ভাবের গভীরতার পরিবর্তে অনুভূতি যদি শিল্পীকেবাহ্যিকতায় আচ্ছন্ন করে — তবে অশ্লীলকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করাশিল্পীর পক্ষে সম্ভব । এতাদৃশশিল্প জাতির কোন প্রয়োজনে আসে না। কারণ, শিল্পের মূল উদ্দেশ্য— লোকশিক্ষা।"

পাবলো পিকাসো একবার বলেছিলেনড্রইং ম সাজানোর জন্যে আমার ছবি নয়। হেমেন্দ্রনাথ যেমন একজায়গায় লিখছেন ঃ " ললিতকলা অবসরেরসামগ্রী নয়— বিলাসীর বাসনা পূরণের জন্যে নয়— অনধিকারীর কক্ষশোভার জন্যেও নয়; ললিত কলা— মৃতজাতির স্পন্দনের জিনিস—পতিতের প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপাদান—আদর্শ শিল্পীরনিঃস্বার্থদ ান।

এতো বড় একজন শিল্পী, যিনিছিলেন বেশ-বেশ বাস্তববাদী, বিলাসী, সৌখিন, অবসরে বেহালাও বাজাতেন,ভ ালবাসতেন মিষ্টি খেতে, পান খেতে— কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তিনিআধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী হলে ভারতীয় চিত্রকলাইলাভবান হতো। আমাদের দুর্ভাগ্য মাত্র ৫৪বছর বয়সেই তিনি মারা যান ১৯৪৮ স ালের ২২শে জুলাই। তখন তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। এ যুগেরছেলেমেয়েরা হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্বন্ধেখুব বেশী জ ানে বলে মনে হয় না। তবে বারিদবরণ ঘোষ হেমেন বাবুর একটিজীবনীগ্রন্থ লিখেছেন— যেটিঅনেক তথ্যই দিতে পারে। উৎসাহীরাহয়তো সেটি পড়েও থাকতে পারেন।

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার কি চোখেচিত্রকলাকে দেখতেন তার কিছু উদ্ধৃতি তাঁরই বিভিন্ন লেখা থেকে তুলেদেবার লে াভ সংবরণ করতে পারছি না। যা খানিকটা কোর্টেবেল কোর্টস জাতীয়।

মানুষ যা দেখে শিল্পী আরোকিছু বেশী দেখে।

হৃদয়ে চিত্রের পূজা না করলে চিত্রহয় না ।

চিত্রবিদ্যা সাধনসাপেক্ষ। সবটা হৃদয় না দিলে তার তত্ত্ব মেলে না। চিত্রে ব্যবসাদারী নাই।

চি শিখান যায় না। ভিতরে জন্মায়।

যারনিজের ওপর আস্থা নেই পরকে শিক্ষা সে কি দিবে ?

নিজেরঅক্ষমতার অন্তরালে বসিয়া পরের গুণকে যে অপদস্থ করে সেব্যক্তি শিল্পীও নয় — সমালোচকও নয়— সে প্রবঞ্চক।

প্রকৃতিশিল্পীর গু।

সাহিত্যেরপ্রকৃত উদ্দেশ্য— লোকশিক্ষা। চাকলারও তাই।

পদবীভারেক্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান ব্যক্তিরাও চাকলার বর্ণমালাপর্যন্ত জানেন না। কি অপূর্বশিক্ষা!

মায়াবলে জিনিষটা শিল্পীর হবে কেন? ভুল যদি অন্যে বলে তক্ষুণি তা নিজে বিচার করে দেখবে,অগ্রাহ্য করো না এবং যদি বাস্তবিকই তা ভুল মনে হয় তার জন্যে মায়া নাকরে শোধরাবার জন্য ব্যস্ত হবে ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com